বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ২০০০
২০০০ সনের ১২ নং আইন

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ১০-৪-২০০০ ইং তারিখে প্রকাশিত]

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয় ;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।-** এই আইন বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, নামে ২০০০ নামে অভিহিত হইবে।

২। **১৯৯৫ সনের ১ নং আইনের ধারা ৭ এর প্রতিস্থাপন।-** বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"৭। **প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতির ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ।-** (১) মহাপরিচালকের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, কোন ব্যক্তির কাজ করা বা না করা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে প্রতিবেশ ব্যবস্থা বা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির ক্ষতিসাধন করিতেছে বা করিয়াছে, তাহা হইলে তিনি উক্ত ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক উহা পরিশোধ এবং যথাযথ ক্ষেত্রে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ বা উভয় প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং উক্ত ব্যক্তি এইরূপ নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ প্রদান না করিলে মহাপরিচালক যথাযথ এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে ক্ষতিপূরণের মামলা বা উক্ত নির্দেশ পালনে ব্যর্থতার জন্য ফৌজদারী মামলা বা উভয় প্রকার মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীনে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের বা সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে যথাযথ ক্ষেত্রে যে কোন বিশেষজ্ঞ এবং অন্যান্য ব্যক্তিকে মহাপরিচালক দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) সরকার এই ধারার অধীনে যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তৎসম্পর্কে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য মহাপরিচালককে নির্দেশ দিতে পারিবেন।"।

৩। **১৯৯৫ সনের ১ নং আইনের ধারা ১৫ এর সংশোধন।-** উক্ত আইনের ধারা ১৫ এর (১) উপ-ধারার "অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদণ্ড বা এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন" শব্দগুলির পরিবর্তে "অনূর্ধ্ব ১০ (দশ) বৎসর কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং যথাযথ ক্ষেত্রে উক্তরূপ দণ্ডের অতিরিক্ত প্রতিকার হিসাবে আদালত উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ডিক্রীও প্রদান করিতে পারিবে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। **১৯৯৫ সনের ১ নং আইনের ধারা ১৫ এর পর নুতন ধারার সন্নিবেশ।–** উক্ত আইনের ধারা ১৫ এর পর নূতন ধারা ১৫ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ–

"১৫ক। **ক্ষতিপুরণের দাবী।–** এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা ধারা ৭ এ প্রদত্ত নির্দেশ লঙ্ঘনের ফলশ্রুতিতে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা জনগণ ক্ষতিগ্রস্থ হইলে, উক্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা ক্ষতিগ্রস্থ জনগণের পক্ষে মহাপরিচালক ক্ষতিপূরণের দাবীতে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।"।

৫। **১৯৯৫ সনের ১ নং আইনের ধারা ১৭ এর প্রতিস্থাপন।–** উক্ত আইনের ধারা ১৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ–

"১৭। **অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ।–** (১) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন দণ্ডনীয় সকল অপরাধ বিচারার্থ (Cognizable) গ্রহণীয় হইবে।

(২) মহা–পরিচালক হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির লিখিত রিপোর্ট ছাড়া কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন মামলা বিচারের জন্য গ্রহণ করিবে না।"।